মেহেরপুরে সনাক্ত হওয়া করোনা রোগীর আশেপাশের ১০ বাড়ি লকডাউন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে প্রথম একজনের করোনা সনাক্ত হয়েছে। তিনি বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের স্বাস্থ্য কর্মী। উপজেলা প্রশাসন ওই বাড়িসহ আশেপাশের ১০টি বাড়ি লকডাউনের প্রস্তুতি নিচ্ছে।
আজ বুধবার সকালে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো:উসমান গনি বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
জানা গেছে, তিনি বল্লভপুরের একটি বাসায় ভাড়া থাকেন। তিনি একজন পুরুষ। তার বয়স আনুমানিক ৩০ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে।
মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন জানান, আজ বুধবার সকালে ৫জনের ফলাফল এসেছে। তার মধ্যে একজনের ফলাফল পজেটিভ এসেছে। তার শারিরীক অবস্থা ভালো আছে। তাকে বর্তমানে ওই বাড়িতে রেখেই চিকিৎসা দেওয়া হবে। পরবর্তিতে পরিস্থিতি দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
একই সঙ্গে তিনি এই মুহুর্ত থেকে মেহেরপুর বাসীকে আর ঘর থেকে বের না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

মেহেরপুরের মুজিবনগরে একজনের করোনা সনাক্ত

মেহেরপুরের মুজিবনগরে একজনের করোনা সনাক্ত হয়েছে। তিনি একটি এনজিও কর্মী বলে জানা গেছে। উপজেলা প্রশাসন তার ভাড়াবাড়িটি লকডাউনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই প্রথম মেহেরপুরে কোন ব্যক্তি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলেন।

আজ বুধবার সকালে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো:উসমান

গনি মেহেরপুর প্রতিদিনকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

জানা গেছে, তিনি বল্লভপুরের একটি বাসায় ভাড়া থাকেন। তিনি একজন পুরুষ। তার বয়স আনুমানিক ৩০ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন জানান, আজ বুধবার সকালে ৫জনের ফলাফল এসেছে। তার মধ্যে একজনের ফলাফল পজেটিভ এসেছে। বাড়িটি লকডাউন করা হবে। একই সঙ্গে তিনি মেহেরপুর বাসীকে ঘর থেকে বের না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

বিস্তারিত আসছে…

দায়িত্ব বেড়েছে গ্রাম পুলিশদের

কুষ্টিয়া করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবে দায়িত্ব বেড়েছে গ্রাম পুলিশদের। শুধু সময়ের পরিবর্তনেই দায়িত্ব বাড়লেও সুযোগ সুবিধা আগের মতোই। তবুও তারা অবিরাম কাজ করে চলেছেন।

গ্রাম পুলিশদের, হাট-বাজারে নজরদারির পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তায় লোকদের সচেতন করতে ব্যস্ত তারা। থানা পুলিশের সাথে অপরাধী শনাক্তের কাজ, বাড়ি বাড়ি তথ্য সংগ্রহসহ ইউনিয়ন পরিষদের সামাজিক সব কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রাথমিক ভূমিকা তাদেরই।

বর্তমানে করোনায় ভাইরাসে যখন সবকিছু বন্ধ ঘোষনা করেছে সেসময়ই সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখাসহ আইনশঙ্খলা রক্ষায় নানান কাজে সম্পৃক্ত হতে হচ্ছে তাদের।
প্রতিদিন সময়-অসময়ের হাজারো হুকুম মানতে, পায়ে হেঁটে কাজ করছেন মহল্লা থেকে মহল্লায়। তবু হত-দরিদ্র শ্রেণির এই গ্রাম পুলিশদের ভাগ্য পরিবর্তনে কাজে আসছে না ইউনিয়ন পরিষদ।

কথা হয় বারুইপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের গ্রামপুলিশ ইউসুফ আলীর সাথে। তিনি বলেন, চেয়ারম্যানের নির্দেশে বাড়ী বাড়ী গিয়ে বিধবা, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ভাতাভোগী গ্রহীতাদের কার্ড সংগ্রহ করছি। তাদের ভাতার

টাকা দেবে বলে এসব বই সংগ্রহ করতে হচ্ছে। তাছাড়া এখন করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে এলাকার মানুষকে সচেতন, ঘরে থাকার জন্যও পরামর্শ দেওয়াসহ অনেক কাজ করতে হয়।

বারুইপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের সচিব আরজিনা খাতুন জানান, একজন গ্রাম পুলিশের দায়িত্ব অনেক। এরমধ্যে জন্ম মৃত্যু রেজিষ্টার সংরক্ষন এবং এলাকার সব জন্ম ও মৃত্যূ সর্ম্পকে পরিষদকে অবহিত করা, খাজনা অথবা ভূমি উন্নয়ন কর ,স্থানীয় কর ফি বা অন্য কোন পাওনা সংগ্রহ, চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন পরিষদকে সহায়তা করা,

চেয়ারম্যান ও সদস্যদের আদেশ অনুসারে কাজ করাসহ গ্রাম পুলিশ গন বর্তমানে থানা পুলিশও ইউনিয়ন পরিষদের যৌথ নিয়ন্ত্রনে কাজ করে থাকে। তাছাড়া করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মহল্লার মানুষদের সচেতনতা করতে, ইউনিয়ন পরিষদ থেকে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিতে, হোমকোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যাক্তিদের বাড়ীতে লাল নিশানা টানানোসহ পাহারাও দেওয়া লাগে এসব গ্রাম পুলিশদের।

মনিরুল ইসলাম নামের এক গ্রাম পুলিশ নলেন, প্রতি সপ্তাহে আমাদেরকে থানায় এবং সবসময় ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে হাজিরা দিতে হয়। গ্রাম আদালতের বিচারে আমাদের উপস্থিত থাকতে হয়। এছাড়াও বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে হয় আমাদের।

ভেড়ামারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সোহেল মারুফ জানান,

সময়ের পরিবর্তনে দায়িত্ব বেড়েছে গ্রাম পুলিশদের, হাট-বাজারে নজরদারির পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তায় লোকদের সচেতন করতে ব্যস্ত তারা। থানা পুলিশের সাথে অপরাধী শনাক্তের কাজ, বাড়ি বাড়ি তথ্য সংগ্রহসহ ইউনিয়ন পরিষদের সামাজিক সব কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রাথমিক ভূমিকা তাদেরই। তাছাড়া এখানে করো না প্রাদুর্ভাবে তারা তাদের দায়িত্ব অনেকাংশেই বেড়ে গেছে।
তাদের এখন সাড়ে ৬ হাজার টাকা বেতন প্রদান করা হয়ে থাকে। যার অর্ধেকটা ইউনিয়ন পরিষদ থেকে দেওয়া হয়।

করোনা ভাইরাস: চুয়াডাঙ্গায় রিকশা, ইজিবাইকসহ সব অবৈধযান চলাচল নিষিদ্ধ

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবিলা করতে চুয়াডাঙ্গায় রিকশা, ইজিবাইকসহ সকল প্রকার অবৈধ যানবাহন শহরে চলাচল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে জেলা প্রশাসন। সোমবার রাতে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার স্বাক্ষরিত এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এই নির্দেশ জারি করা হয়।
গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবিলায় চুয়াডাঙ্গা জেলায় গণ-উপদ্রব রোধকল্পে ফৌজদারি কার্যবিধি ১৮৯৮ এর ১৩৩ ধারা মোতাবেক জনস্বার্থে সকল প্রকার রিকশা, ইজিবাইকসহ সকল প্রকার অবৈধ যানবাহন শহরে চলাচল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হলো। গণবিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, নির্দেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে এবং পুলিশ, সশস্ত্র বাহিনী ও আনসারসহ সকল প্রকার আইন প্রয়োগকারী সংস্থা আইন অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই জেলার মধ্যে জরুরী যানবাহন ছাড়া সব ধরনের বৈধ যানবাহন চলাচলও বন্ধ করা হয়েছে।

ঢাকায় নমুনা দিয়ে চুয়াডাঙ্গায় ফিরে জানতে পারেন করোনা আক্রান্ত

কিডনী জটিলতার কারণে চিকিৎসার জন্য ঢাকায় যান চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর গ্রামের ৬৫ বছর বয়স্ক এক ব্যক্তি। ঢাকায় কিডনির চিকিৎসা চলাকালিন সময়ে করোনাভাইরাস পরীক্ষার জন্য নমুনা নেওয়া হয়। কিন্তু রিপোর্ট আসার আগেই তিনি ফিরে আসেন নিজ গ্রাম চুয়াডাঙ্গার বেগমপুরে। পরে জানতে পারেন তিনি করোনাভাইরাসে

আক্রান্ত।

করোনাভাইরাসে আক্রান্তের পারিবারিক সূত্র জানায়, গত ২৯ মার্চ তিনি কিডনী জটিলতায় অসুস্থ হন। ২ এপ্রিল চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগ থেকে চিকিৎসা নিয়ে নিজ বাড়ি চুয়াডাঙ্গার বেগমপুরে নিয়ে যাওয়া হয়। ৬ এপ্রিল তিনি আরো বেশি অসুস্থ হন এবং তাঁকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে তিনদিন ভর্তি ছিলেন তিনি। এখান থেকে তাঁকে ঢাকা কিডনী হাসপাতালে রেফার করা হয়। দেশের পরিস্থিতির কারণে ওইসময় তাঁকে ঢাকায় নেওয়া যায়নি।

পরে ১২ এপ্রিল ঢাকায় নিয়ে ১৩ এপ্রিল ঢাকা কিডনী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সন্দেহজনক হওয়ায় পরে আইইডিসিআরের সাথে যোগাযোগ করা হলে তাঁরা ১৫ এপ্রিল করোনা টেস্টের জন্য স্যাম্পল কালেকশন করেন। ওইসময় তিনি বেশ সুস্থ। ১৮ এপ্রিল কিডনী হাসপাতাল থেকে তিনি ফিরে আসেন চুয়াডাঙ্গার নিজ বাড়িতে। গত ২০ এপ্রিল ঢাকা থেকে ফোনে জানানো হয় তিনি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত।

এ ব্যাপারে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. শামীম কবির জানান, ২০ এপ্রিল সন্ধ্যা থেকেই বেগমপুর গ্রামের ওই ব্যক্তির বাড়িসহ প্রতিবেশিদের সব বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে। বাড়ির সামনে পুলিশ মোতায়ন করা হয়েছে। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তি কিডনী জটিলতায়ও ভুগছেন। তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে এনে চিকিৎসা দেওয়া হবে নাকি ঢাকার পাঠানো হবে তা এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি।

তিনি জানান, এ নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় করোনাভাইরাস শনাক্ত হলো দুজন।

মেহেরপুরের গাংনীতে ট্রলিচাপায় শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে ট্রলিচাপায় লিনা খাতুন (১০) নামের এক শিশুর

মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল ১১ টার সময় উপজেলার সীমান্তবর্তী রংমহল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত লিনা খাতুন রংমহল গ্রামের লাল মোহাম্মদ ওরফে লালুর মেয়ে।

ইউপি সদস্য একরামুল হক ও স্থানীয়রা জানান,লীনা বাড়ির পাশে একটি মুদির দোকানে যাওয়ার পথে মাটি বহনকারী একটি ট্রলি তাকে চাপা দেয় ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়।

পরে স্থানীয় লোকজন ট্রলি চালক তেঁতুলবাড়িতে গ্রামের আওলাদ হোসেনের ছেলে আরশাদকে আটক করে। গাংনী থানার ওসি মোঃ ওবাইদুর রহমান জানান,নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ দায়ের করলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

পরিবারের সকলকে নিয়ে কোয়ারেন্টিনে ইমরুল কায়েস

মেহেপুরে গ্রামের বাড়িতে সপরিবারে হোম কোয়ারেন্টিনে রয়েছেন জাতীয় দলের ক্রিকেটার ইমরুল কায়েস। আজ সোমবার দুপুরে বাবার দাফন শেষে স্বাস্থ্য বিভাগের নির্দেশনায় তিনি কোয়ারেন্টিনে শুরু করেন।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডাঃ নাসির উদ্দীন জানান, ক্রিকেটার ইমরুল কায়েস সরকারের নির্দেশনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। যেহেতু তিনি ঢাকা থেকে এসেছেন, তাই পরিবারের সবাইকে নিয়ে নিজ বাড়িতে ১৪ দিনের কোয়ারেন্টিনে করতে বলা হয়েছে। তিনি এখন নিজ বাড়িতে কোয়ারেন্টিাইনে আছেন।

আজ সকালে ঢাকা থেকে তার মরদেহ মেহেরপুর সদর উপজেলার উজ্জলপুর গ্রামের বাড়িতে পৌঁছায়। সকাল সাড়ে ১০টার সময় তার নিজ বাড়ির সামনে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আগেই জনাসমাগম নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিলো। ফলে শুধুমাত্র পরিবারের সদস্যরাই জানাযায় অংশ নেন।

জানাযা শুরুর আগে ইমরুল কায়েস তার বাবার আত্মার মাগফেরাত কামনা করে সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন। এছাড়াও দেশের দূর্যোগপূর্ণ এ মুহূর্তে সবাইকে নিয়ে জানাযা করতে না পারায় সবার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়েছেন তিনি।

গত ২৩ মার্চ গ্রামের বাড়ি থেকে মেহেরপুর শহরের যাওয়ার পথে শ্যালো ইঞ্জিন চালিত অবৈধ যান নছিমনের ধাক্কায় গুরুতর আহত হন ইমরুল কায়েসের পিতা বানি আমিন বিশ্বাস (৬০)। প্রায় একমাস (২৮দিন) মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে রোববার রাতে ঢাকার একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। রাতেই সপরিবারে পিতার মরদেহ নিয়ে গ্রামের বাড়িতে আসেন ইমরুল কায়েস।

জেলায় ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয়ে দায়িত্ব পেলেন ৬৪ সচিব

করোনাভাইরাস মোকাবেলা ও ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য ৬৪ সচিবকে জেলা ভাগ করে দায়িত্ব বণ্টন করেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

সোমবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে কর্মকর্তাদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, কভিড ১৯ প্রতিরোধ ও ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে জেলা পর্যায়ে চলমান ত্রাণ কার্যক্রম সুসমন্বয়ের জন্য সরকার ওই কর্মকর্তাদের জেলাওয়ারি দায়িত্ব প্রদান করেছে।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে আরও উল্লেখ করা হয়, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

এর আগে সোমবার সকালে ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের আটটি জেলার প্রতিনিধি ও কর্মকর্তাদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, করোনাভাইরাস সংক্রমণের কারণে সচিবালয়ে

দৈনন্দিন কাজের চাপ কম হওয়ায় সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তারা এখন থেকে জেলা পর্যায়ে ত্রাণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, “আমি প্রত্যেক জেলায় ত্রাণকার্যক্রম তদারকি ও সে বিষয়ে আমার কাছে একটি প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য একজন সচিবকে দায়িত্ব দিয়েছি, কারণ করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে সচিবালয়ে তাদের নিয়মিত কাজের চাপ কমে গেছে।”

আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা বলেন, “এছাড়াও, আমি ইতিমধ্যে আমার দলীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে সবোর্চ্চ পর্যায় থেকে ওয়ার্ড পর্যন্ত ত্রাণ কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছি। এই কমিটিগুলো স্থানীয় প্রশাসনকে কর্মহীনদের একটি সঠিক তালিকা তৈরি করতে সহায়তা করবে, যাদের সত্যিকার অর্থেই সরকার কর্তৃক সরবরাহ করা খাদ্য সহায়তা প্রয়োজন।” সূত্র-যুগান্তর

নিখোঁজ সাংবাদিক কাজলের সর্বশেষ ফোন লোকেশন বেনাপোল

মার্চের ১০ তারিখ সন্ধ্যা থেকে নিখোঁজ রয়েছেন ফটো সাংবাদিক ও ‘পক্ষকাল’ ম্যাগাজিনের সম্পাদক শফিকুল ইসলাম কাজল। তখন থেকে তার ব্যবহৃত ফোন নম্বরটিও বন্ধ রয়েছে। তবে নিখোঁজের ঠিক ৩০তম দিনে (৯ এপ্রিল) সাংবাদিক কাজলের ফোন নম্বরটি চালু হয়েছিল যশোরের বেনাপোলে। ওইদিনই ফোন নম্বরটি বন্ধ হওয়ার পর কেটে গেছে আরও ১০ দিন। এরপর তদন্তে আর কোনও অগ্রগতি নেই।

তদন্ত কর্মকর্তা চকবাজার থানার এসআই মুন্সী আবদুল লোকমান জানান, সপ্তাহখানেক আগে নিখোঁজ সাংবাদিক কাজলের ফোন নম্বরটি চালু হয়েছিল। লোকেশন দেখিয়েছে বেনাপোল। করোনা পরিস্থিতির কারণে ও নম্বরটি চালু থাকার সময় কম হওয়ায় বেনাপোলে কোনও অভিযান চালানো সম্ভব হয়নি।

এরপর চকবাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মওদুত হাওলাদারের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ‘এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে ভালো কোনও আপডেট নেই।’ বেনাপোলে সাংবাদিক কাজলের মোবাইল নম্বরটি চালু হওয়ার বিষয়ে প্রতিবেদক জানতে চাইলে ওসি বলেন, ‘এমন তো কেউ জানায়নি।’ বাংলা ট্রিবিউন প্রতিবেদকের সঙ্গে ফোনে কথা বলা অবস্থাতে পাশেই থাকা একজনের কাছে ওসি জানতে চান, ‘সাংবাদিক কাজলের ফোন চালু হয়েছিল কিনা।’ এরপর ওসি মওদুত হাওলাদার বাংলা ট্রিবিউন প্রতিবেদককে বলেন, ‘বেনাপোলে ফোন ও সিম একসঙ্গে চালু হয়েছিল। আমরা বিষয়টা দেখছি।’

বেনাপোলে নিখোঁজ সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম কাজলের ফোন নম্বরটি চালু হওয়ার পর যশোর জেলা পুলিশের সঙ্গে তদন্ত সংশ্লিষ্টরা কোনও যোগাযোগ করেছিল কিনা, এ বিষয়ে জানতে চাইলে চকবাজার থানার ওসি মওদুত হাওলাদার ‘তদন্তের স্বার্থে’ মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানান।

হাতিরপুল থেকে নিখোঁজ কাজল
সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম কাজল ১০ মার্চ সন্ধ্যায় ‘পক্ষকাল’ ম্যাগাজিনে অফিস থেকে বের হন। এরপর থেকে তার কোনও সন্ধান না পেয়ে নিখোঁজের পরদিন ১১ মার্চ চকবাজার থানায় সাধারণ ডায়েরি করেন তার স্ত্রী জুলিয়া ফেরদৌসি নয়ন। ১৩ মার্চ জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে শফিকুল ইসলাম কাজলকে সুস্থ অবস্থায় ফেরত দেওয়ার দাবি জানায় পরিবার। নিখোঁজের সাতদিন কেটে গেলেও কাজলের কোনও সন্ধান দিতে পারেনি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। ১৮ মার্চ প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচির মাধ্যমে সাংবাদিক কাজলের সন্ধান চাওয়া হয়।

১৮ মার্চ অপহরণের অভিযোগে মামলা
১৮ মার্চ রাতে সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম কাজলকে অপহরণ করা হয়েছে অভিযোগ এনে চকবাজার থানায় মামলা করেন তার ছেলে মনোরম পলক। মামলার এজাহারে বলা হয়, ‘পক্ষকাল অফিসের আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, আমার বাবা তার অফিস থেকে গত ১০ মার্চ ৬টা ৪৮ মিনিটে মোটরসাইকেল নিয়ে বের হন। তারপর থেকে তার আর কোনও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। আমার বাবা ফেসবুকে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে লেখালেখি করার কারণে ১০ মার্চ আড়াইটা থেকে যে কোনও সময় বকশীবাজার বাসার সামনে থেকে বা হাতিরপুলের অফিসের সামনে থেকে অজ্ঞাতনামা আসামিদের দ্বারা অপহৃত হন।’

সঙ্গে অফিস থেকে বের হয়ে নিজের বাইকের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে দেখা যায়। পরে তিনি ফিরে আসেন এবং সন্ধ্যা ৬টা ৫১ মিনিটে বাইকে চড়ে চলে যান। এটাই ছিল তাকে প্রকাশ্যে সর্বশেষ দেখা যাওয়ার মুহূর্ত।

এর প্রায় তিন ঘণ্টা পর ১০ মার্চ রাত ১০টা ১০ মিনিটে তার বিরুদ্ধে একটি নতুন মামলা নথিবদ্ধ করে পুলিশ। উসমিন আর বেইলি নামের আওয়ামী লীগ দলীয় একজন সদস্য তার বিরুদ্ধে মামলাটি করেন। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ২৫, ২৬ ও ২৯ ধারায় মামলাটি করা হয়।

অনলাইনে মানববন্ধন ও কাজলের তোলা ছবির প্রদর্শনী

ফটো সাংবাদিক কাজলের সন্ধান দাবিতে গত ৮ এপ্রিল থেকে ১৬ এপ্রিল অনলাইন মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। whereiskajol হ্যাশট্যাগে চলে ক্যাম্পেইন। একই দাবিতে ১৬ এপ্রিল শফিকুল ইসলাম কাজলের তোলা ছবির অনলাইন প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

১৬ এপ্রিল রাত ১১টায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে ফেসবুক লাইভ করা হয়। ‘কাজল কোথায়?’ শিরোনামে আয়োজন করা লাইভে বক্তব্য রাখেন আলোকচিত্রী শহিদুল আলম, ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া, ব্যারিস্টার সারা হোসেন, শিল্পী ও মানবাধিকারকর্মী অরূপ রাহী, লেখক ও পরিচালক আশফাক নিপুণ এবং আলোকচিত্রী ও রাজনীতিবিদ তাসলিমা আখতার। এছাড়া পরবর্তী সময়ে আলোচনায় যুক্ত হয়েছিলেন অ্যামনেস্টির দক্ষিণ এশিয়া ক্যাম্পেইনার সাদ হাম্মাদি।

আলোচনায় ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া ও আলোকচিত্রী শহিদুল আলম নিখোঁজ হওয়ার আগে ভিডিও ফুটেছে কাজলের মোটরসাইকেল ঘিরে ঘোরাফিরা করা অজ্ঞাত লোকদের শনাক্ত করে আটকের দাবি জানান। একই সঙ্গে ব্যারিস্টার সারা হোসেন, কাজলের বিরুদ্ধে দুটি ডিজিটাল আইনে মামলা ও কাজলের পরিবারের পক্ষ থেকে অপহরণ মামলার কোনোটির অগ্রগতি নেই বলে জানান।

লাইভ আলোচনায় নিখোঁজের পর কাজলের সন্ধানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যথাযথ চেষ্টা করছে না বলে অভিযোগ করেন আলোচকরা।

তবে তদন্ত কর্মকর্তা এসআই মুন্সী আবদুল লোকমান ১৯ এপ্রিল রাতে বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘আমরা ভিডিও ফুটেজ দেখেছি, কল লিস্ট দেখা হয়েছে। সর্বশেষ (৯ এপ্রিল) উনার ফোন নম্বরটি চালু হয়েছিল বেনাপোল থেকে। একটা কলের পর আর সিগন্যাল পাওয়া যায়নি।’

তবে নিখোঁজ সাংবাদিক কাজলের ফোন নম্বর থেকে সর্বশেষ কলটি কাকে করা হয়েছিল, সে বিষয়ে কিছু জানাতে চাননি তদন্ত কর্মকর্তা।

শফিকুল ইসলাম কাজলের ছেলে মনোরম পলক ১৯ এপ্রিল রাতে বলেন, ‘আমাদের একটাই চাওয়া। বাবাকে সুস্থভাবে আমাদের মাঝে ফেরত চাই। আমরা তার জন্য অপেক্ষা করছি।’ কাজলকে সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে পরিবারের পক্ষ থেকে জোর দাবি জানানো হয়।

সূত্র-বাংলা ট্রিবিউন

পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণে ইমরুল কায়েসের বাবার দাফন সম্পন্ন

বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের ব্যাটসম্যান ইমরুল কায়েসের বাবা বানি আমিন বিশ্বাসের জানাযা ও দাফন সম্পন্ন হয়েছে পরিবারের সদস্যদেও অংশগ্রহণের মাধ্যমে।
করোনা সংক্রমণ এড়াতে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন থেকে জানাযা ও দাফন কাজে পরিবারের বাইরে কেউ অংশ নিতে পারবে না বলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।
সোমবার সকাল ৯টার দিকে সদর উপজেলার উজুলপুরে নিজ বাসভবন প্রাঙ্গনে এ জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় সেখানে পরিবারের ৩০ জন মত সদস্য অংশগ্রহণ করেন। জানাযায় মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুল আলম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) মোস্তাফিজুর রহমান, সদর থানার ওসি শাহ দারা খানসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
এর আগের দিন রাত ৯টার দিকে ইমরুল কায়েসের বাবা বানি আমিন বিশ^◌াস রাজধানীর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার মাসুদুল আলম জানান, করোনা সংক্রমণ এড়াতে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত ও জনসমাগম যাতে না হয় সেজন্য এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।